খবর সোজাসুজি

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

KHABOR SOJASUJI
খবর সোজাসুজি

Title Code : WBBEN16086 (Govt of India)
Declaration Memo No. 718/JM/XVIII/01/2023 (press) (Govt of W.B.)
Editor - ISRAIL MALLICK

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮
www.khaborsojasuji.com

Vol-1, Issue-3 Bardhaman , 15 July 2023 Rs. 2.00 (Four Pages) Publisher - Israil Mallick

এক নজরে

- পঞ্চায়েত ভোটে রাজ্য জুড়ে সবুজ ঝড়, ধরাশায়ী বিরোধীরা। ৩৩১৭ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে তৃণমূলের দখলে ২৬৪১ টি, বিজেপির দখলে ২৩০ টি, বামেদের দখলে ১৯ টি , কংগ্রেসের দখলে ১১ টি, অন্যান্য- ১৪৯ টি এবং ত্রিশঙ্কু ২৬৭ টি গ্রাম পঞ্চায়েত।
- ৩৪১ টি পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে তৃণমূলের দখলে ৩১৩ টি, বিজেপির দখলে ৭ টি, বামেদের দখলে ২ টি, অন্যান্যরা পেয়েছে ৯ টি এবং ত্রিশঙ্কু ১০ টি।
- ২২ জেলা পরিষদই তৃণমূলের দখলে।জেলা পরিষদের ৯২৮ টি আসনের মধ্যে তৃণমূল জয়ী ৮৮০ টি আসনে, বিজেপি জয়ী ৩১ টি আসনে, বামেরা জয়ী ২ টি আসনে, কংগ্রেস জয়ী ১৩ টি আসনে এবং অন্যান্যরা জয়ী ২ টি আসনে।
- পূর্ব বর্ধমান জেলার ২১৫ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে তৃণমূলের দখলে ২০৮ টি , বিজেপির দখলে ৩ টি, কংগ্রেসের দখলে ১ টি এবং ত্রিশঙ্কু ৩ টি।
- হুগলি জেলার ২০৭ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে তৃণমূলের দখলে ১৮৯ টি, বিজেপির দখলে ৯ টি , বামেদের দখলে ৩ টি এবং ত্রিশঙ্কু ৬ টি।
- পূর্ব বর্ধমান জেলার ২৩ পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে ২৩ টিই তৃণমূলের দখলে।
- হুগলি জেলার ১৮ টি পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে ১৭ টি তৃণমূলের দখলে, বিজেপির দখলে ১ টি।
- ধনেখালি পঞ্চায়েত সমিতি তৃণমূলের দখলে।সবকটি আসনেই জয়ী তৃণমূল।
- জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির ৩৯ টি আসনেই জয়ী তৃণমূল।
- ধনেখালি ব্লকে তৃণমূলের জয়জয়কার।১৮ টি পঞ্চায়েতেই বিরোধী শূন্য।
- পঞ্চায়েত নির্বাচনে হিংসার ঘটনায় নিহতদের পরিবারকে রাজনৈতিক রং না দেখে ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেবে রাজ্য সরকার। এছাড়াও পরিবারের একজনকে দেওয়া হবে হোম গার্ডের চাকরি, জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পঞ্চায়েত নির্বাচনে হিংসার ঘটনায় ১৯ জন মারা গেছেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।
- বিজয় দিবসের পরিবর্তে ২১ জুলাই শ্রদ্ধা দিবস পালন করবে তৃণমূল,জানালেন মুখ্যমন্ত্রী
- হুগলি জেলা পরিষদের ৫৩ টি আসনের মধ্যে ৫১ টি আসনে জয়ী তৃণমূল,২ টি আসন বিজেপির

(এরপর চারের পাতায়)

পঞ্চায়েত ভোটে জামালপুরে তৃণমূলের জয়জয়কার,সবুজ ঝড়ে কার্যত ধরাশায়ী বিরোধীরা

ইসরাইল মল্লিক ঃ পঞ্চায়েত ভোটে তিনটি স্তরেই তৃণমূলের জয়জয়কার জামালপুরে। সবুজ ঝড়ে কার্যত উড়ে গেল বিরোধীরা। জামালপুর ব্লকের ১৩ টি পঞ্চায়েতের মধ্যে ১৩ টিই তৃণমূলের দখলে। কয়েকটি পঞ্চায়েতে বিরোধীরা খাতা খুললেও সেভাবে দাগ কাটতে পারে নি।জামালপুর ব্লকের ১৩ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট আসন সংখ্যা ২৫৫ টি।বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৩৩ টি আসনে আগেই জয়লাভ করেছিল তৃণমূল।ভোট হয়েছিল ২২২ টি আসনে। গণনার পর দেখা যায়, গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ২৫৫ টি আসনের মধ্যে তৃণমূলের দখলে ২১২ টি আসন, সিপিএমের দখলে ৩৪ টি আসন, বিজেপির দখলে ৮ টি আসন এবং আরএসপি ১ টি আসনে জয়লাভ করেছে। পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদে খাতাই

খুলতে পারে নি বিরোধীরা। জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির ৩৯ টি আসনের মধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আগেই ৩ টি আসনে জয়লাভ করেছিল তৃণমূল। ভোট হয়েছিল ৩৬ টি আসনে। গণনার পর দেখা যায় পঞ্চায়েত সমিতির সব আসনেই জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস।আর জেলা পরিষদের ৩ টি আসনেও বিপুল ভোটে জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস।আর এ সবই সম্ভব হয়েছে জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মেহেমুদ খাঁনের সুযোগ্য নেতৃত্বে। ভোট ঘোষণার পর থেকে ব্লক এলাকা কার্যত চষে বেরিয়েছেন তিনি এবং তাঁর পুরো টিম। ব্লক এলাকায় বিভিন্ন মিটিং, মিছিল,পাড়া বৈঠক, পথসভা, জনসভা এবং বাড়ি বাড়ি প্রচার, সর্বত্রই দেখা গেছে জামালপুরের দুঁদে নেতা মেহেমুদ খাঁন, জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি এবং জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী সভাপতি ভূতনাথ মালিককে। সাংসদ সুনীল কুমার মন্ডল থেকে পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার,সকলেই এসেছিলেন জামালপুরে ভোট প্রচারে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন প্রকল্পকে সামনে রেখে করেছেন ভোটের প্রচার।আর তারই ফলস্বরূপ জামালপুরের এই অভাবনীয় ফলাফল। অন্যদিকে, ব্লক এলাকায় সিপিএম বড় কোনও জনসভা না করলেও বাড়ি বাড়ি প্রচারে কোনও খামতি রাখে নি। সিপিএমের বর্ষীয়ান নেতা সমর ঘোষ, জামালপুরের প্রাক্তন বাম বিধায়ক সমর হাজরা ছুটে বেরিয়েছেন ব্লকের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। কিন্তু ভোটের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে মানুষ তাদের ডাকে সেভাবে সাড়া দেয়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন প্রকল্পই ভরসা

(এরপর তিনের পাতায়)

তৃণমূলের জয়ের ধারা অব্যাহত ধনেখালিতে, বিরোধীশূন্য পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ধনেখালিতেও সবুজ ঝড়। লক্ষ্মীর ভান্ডারের কাছে পরাজিত বিরোধীরা। ধনেখালির ১৮ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৮ টিই তৃণমূলের দখলে। গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩১১ টি আসনের মধ্যে ১৮৩ টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আগেই জয়লাভ করেছিল তৃণমূল। ভোট হয়েছিল ১২৮ টি আসনে। গণনার দিন দেখা যায়,বিরোধীরা একটি আসনও দখল করতে পারেনি।সব কটি আসনেই জয়লাভ করেছে তৃণমূল প্রার্থীরা।যদিও সিপিএম ও বিজেপির অভিযোগ,গণনা কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল তাদের কাউন্টিং এজেন্টদের।একতরফা ভাবে গণনা করেছে তৃণমূল। কিন্তু বিরোধীদের এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র জানিয়েছেন,হার নিশ্চিত জেনে বিরোধীরা নাটক করছে। কাউন্টিং হল থেকে কাউকে বের করে দেওয়া হয় নি।পরাজয় নিশ্চিত জেনে বিজেপির এজেন্টরা নিজেরাই বেরিয়ে গেছে বলে দাবি করেছেন তিনি।আর পঞ্চায়েত সমিতির ৫৪ টি আসনের মধ্যে ৫৪ টিতেই তৃণমূলের জয়জয়কার।বিরোধীদের নাম গন্ধ নেই। পঞ্চায়েত সমিতির ৫৪ টি আসনের মধ্যে ৩৬ টি আসনে বিনা

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছিল তৃণমূল। ভোট হয়েছিল ১৮ টি আসনে।জেলা পরিষদের ৩ টি আসনেও বিপুল ভোটে জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা। হুগলি জেলা পরিষদের ৩১ নং আসন থেকে ৩৫০৭০ ভোট জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নীলমণি কিস্কু। জেলা পরিষদের ৩২ নং আসনে ৩৬১০০ ভোটে জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিজন বেসরা এবং জেলা পরিষদের ৩৩ নং আসনে ৩৫২৯৫ ভোটে জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী প্রিয়া সাঁতরা। স্বভাবতই উচ্ছসিত ঘাসফুল শিবির।এই জয়ের নেপথ্যে রয়েছে ধনেখালি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সৌমেন ঘোষ এবং বিধায়ক অসীমা পাত্রের অক্লান্ত পরিশ্রম।ভোট ঘোষণার পর থেকে যেভাবে তাঁরা ব্লক এলাকায় চরকির মতো ঘুরে বেরিয়েছেন তা না বললেই নয়। পথসভা থেকে বাড়ি বাড়ি প্রচার, সবেতেই দেখা গেছে তাঁদের।ফলে বেড়েছে কর্মীদের মনোবল। মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনকেও দেখা গেছে ধনেখালিতে প্রচার করতে।সে তুলনায় বিরোধীদের সেভাবে দেখা যায় নি প্রচারে। সিপিএম নেতা শক্তি দাস তাঁর টিম নিয়ে বাড়ি বাড়ি প্রচার করলেও ব্লকের সর্বত্র দেখা মেলেনি নেতাদের।আর বিজেপি তো ব্লকের সর্বত্র সেভাবে প্রচারই করে নি।যদিও মনোনয়ন পর্বকে কেন্দ্র করে দু'একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া ধনেখালিতে সেরকম অশান্তির কোনও খবর নেই। শান্তিপূর্ণ ভাবেই হয়েছে ভোট গ্রহণ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন প্রকল্পকের কাছে পরাজিত হয়েছে বিরোধীরা।আর সবচেয়ে বড় কথা, বিরোধীদের সেরকম মুখ ছিল না ব্লক এলাকায়। নিয়োগ দুর্নীতি সহ বিরোধীদের একাধিক ইস্যু জনমানসে কোনও প্রভাব ফেলেনি বলেই ভোটের ফলাফল দেখে মনে হচ্ছে। সবুজ ঝড়ে কার্যত উড়ে গেছে

(এরপর চারের পাতায়)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

খবর সোজাসুজি পত্রিকার শারদ সংখ্যার জন্য ইচ্ছুক ব্যক্তিরা লেখা পাঠান হোয়াটস অ্যাপে (৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮) টাইপ করে ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে। লেখা বিবেচিত হলে প্রকাশিত হবে। পাঠাতে পারেন ছোটগল্প, কবিতা, রম্যরচনা, অনুগল্প এবং ভ্রমণ কাহিনী। কবিতা ২০ লাইনের মধ্যে, ছোটগল্প - ৫০০ শব্দের মধ্যে,অনুগল্প - ২০০ শব্দের মধ্যে ,রম্যরচনা - ৩০০ শব্দের মধ্যে এবং ভ্রমণ কাহিনী - ৫০০ শব্দের মধ্যে।

খবর সোজাসুজি

Volume-1 Issue-3 15 July 2023

গ্রাম বাংলার রায়

শেষ হল বহু আলোচিত পঞ্চায়েত নির্বাচন। উত্তর থেকে দক্ষিণ, সবুজ ঝড়ে কার্যত উড়ে গেল বিরোধীরা। গ্রাম বাংলার মানুষ যে উন্নয়নের পক্ষেই আছে বোঝা গেল এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে।বাংলার প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে রায় দিল জনতা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষীর ভান্ডারেই ভরসা রাখল জনগণ।রাজ্যের ২২ টি জেলা পরিষদই রইল তৃণমূলের হাতে।গত বিধানসভা ভোটের নিরিখে শতাংশের হিসেবে কমল বিজেপির ভোট,ভোট বাড়ল বাম, কংগ্রেস,আইএসএফের।নির্বাচন ঘোষণার পর থেকে গণনা পর্যন্ত উত্তাল ছিল বাংলা।মনোনয়ন পর্ব থেকে ভোট গ্রহণ পর্যন্ত রাজনৈতিক হিংসার বলি ৪০ জন বলে বিভিন্ন সংবাদ সূত্রে জানা গেছে। যদিও মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন রাজনৈতিক হিংসায় প্রাণ হারিয়েছেন ১৯ জন। মৃতের সংখ্যা নিয়ে দ্বিমত থাকতে পারে, কিন্তু মৃতের সংখ্যা যাই হোক না কেন,একটা মৃত্যুও দুঃখজনক।গণতন্ত্রের এই উৎসবে বন্ধ হোক রক্তের হোলি খেলা। এ বিষয়ে শাসক থেকে বিরোধী,সব রাজনৈতিক দলকেই দায়িত্ব নিতে হবে।ভোট গণনার পরেও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ঘটছে হিংসার ঘটনা।ভোট পরবর্তী হিংসায় আর যেন কোনও মায়ের কোল খালি না হয়,সে বিষয়ে সচেতন হতে হবে পুলিশ প্রশাসন সহ সমস্ত রাজনৈতিক দলের কর্মীদের। পুলিশ প্রশাসনকে কঠোর হাতে দমন করতে হবে হিংসার ঘটনা।রুখে দিতে হবে শান্ত বাংলাকে অশান্ত করার চক্রান্ত।এ বিষয়ে শাসকদলকে আরও বেশি দায়িত্ব পালন করতে হবে।কারণ বাংলার মানুষ শান্তি চাই, উন্নয়ন চাই, হিংসা নয়।

পাঠকের কলমে--

কেমন লাগলো ?
খবর সোজাসুজি

খবর সোজাসুজি ভালো, বাঁকা মানে বক্র,
আর তা নিয়েই হয় তো শুরু, মন্দ জনের চক্র।

চক্র মানে, মেঘলা প্রহর, আকাশ ভরে মেঘে,
সঙ্গে আছে ঝড় ঝঞ্ঝা,বয় তা দারুন বেগে।
চক্র মানে, চক্রান্ত, অন্ত তো তার নাই,
মনটা বাঁকা, বাইরে শুধু,আলোরই রোশনাই।

খবর সোজাসুজি বলুক উজ্জীবনের সুরে,
কাছে আসুক আজ এখনও যারা অনেক দূরে।
সোজাসুজি'র সূর্য জ্বলুক, মেঘলা আকাশ নয়,
সোজাসুজি চায় সরাতে পথের যত ভয়।

খবর সোজাসুজি ঝরুক মৌসুমী মেঘ থেকে,
সেই বৃষ্টি - যে বৃষ্টি দেয় ফসল সুরে ডেকে।
ডাক দিয়ে সে বন্দী করে ফন্দী ভোলা মনে,
সন্ধি করে,দেয় সে সাড়া সকল জনে জনে।

খবর সোজাসুজি তো চায় সবার কাছেই যেতে,
সবার পরামর্শ এবং সবার কাছে পেতে।
তৈরি করুক এমন খবর,যার মনে নাই ভয়,
অভাবকে যে স্বভাব জোরে করতে পারে জয়।
ব্যস, তাহলেই খবর **সোজাসুজি'র** সেটাই পুঁজি,
নাই তো গলি ঘুঁজি।
চলতি সময়, নদীর বুকে আনতে নতুন গতি,
খবর সোজাসুজি দেখাক উদ্ভাবনের জ্যোতি।

সুনীতি মুখোপাধ্যায়
ইলামপুর, পূর্ব বর্ধমান

খবর সোজাসুজি - আমার কাছে পিঠের নতুন কাগজ, জনমানসে স্বচ্ছতা আনবে। 'নির্মোহ নেউল অথবা গান্ধীবাদী সাপ' এমন জট খুলতেও সাহায্য করবে।

মনমোহন দত্ত
খানপুর, হুগলি

চন্দ্র জয়ের তৃতীয় পর্ব

পার্থ পাল

' আয় আয় চাঁদ মামা, টুক দিয়ে যা।' চাঁদ এখন আর সেই কল্পনা জগতের বুড়িটি নেই। সেটি এখন হতে চলেছে আমাদের পরবর্তী বাসস্থান। সেই লক্ষ্যেই পৃথিবীর অগ্রবর্তী দেশগুলি থেকে বারেবারে চাঁদের মাটিতে গেছে চন্দ্রযান ; মানুষও। এ প্রচেষ্টায় আমাদের দেশ অগ্রগণ্য। তারই নিদর্শন হিসেবে ১৪ই জুলাই ইসরোর সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে GSLV মার্ক-৩ চড়ে চাঁদের উদ্দেশ্যে রওনা দিল 'প্রজ্ঞান' (Pragyan) নামের রোভারটি।

ভারতবর্ষের আকাশ জয়ের উদ্যোগের সূচনা হয়েছিল প্রায় ষাট বছর আগে, ১৯৬৩ সালের ২১শে নভেম্বর। সেদিন তিরুবানন্তপুরমের কাছে মৎস্যজীবীদের একটি ছোট্ট গ্রাম থুম্বা থেকে রকেট উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল। যে রকেটের সবকিছুই আমদানি করা হয়েছিল বিদেশ থেকে। তারপর নিরন্তর সাধনায় ইসরোর অগ্রগমন হয়েছে উল্কার গতিতে। ভারতের এই গর্বের মহাকাশ সংস্থা থেকে এখন মহাকাশে পাড়ি দেয় বিদেশের উপগ্রহও। শুধু তাই নয়, মহাকাশ প্রযুক্তির পিন থেকে 'প্রজ্ঞান' রোভার - সবই এখন 'মেড ইন ইন্ডিয়া'-র সিংহবাহনে সওয়ার।

এদেশের মহাকাশ কার্যকলাপ বর্তমানে বিশ্বের তাবড় দেশকে পথনির্দেশ করছে। তেমনই এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হল এই চাঁদ জয়ের কাহিনী। দেশীয় প্রযুক্তির সাহায্যে চাঁদে যাওয়ার প্রস্তাব প্রথম সরকারি অনুমোদন পায় ২০০৩ সালের নভেম্বর মাসে। তারপর দীর্ঘ পাঁচ বছরের মুষলপর্ব কাটিয়ে ২০০৮ সালের ২২ অক্টোবর সকাল ছটা কুড়ি মিনিটে শ্রীহরিকোটা থেকে মহাকাশগামী হয় PSLV-XL মহাকাশযান। সেটি তার পেটে করে বয়ে নিয়ে যায় চন্দ্রযান-১ কে। যার একপিঠে আঁকা ছিল ভারতের জাতীয় পতাকা, অন্য পিঠে ঋকবেদের একটি সংস্কৃত শ্লোক। সর্বমোট ৩৮৬ কোটি টাকার ব্যয়বহুল সে মহাকাশ অভিযানে উৎক্ষেপকের ভর ছিল প্রায় ১৪০০ কিলোগ্রাম । ২২ অক্টোবর যাত্রা করে ১৪-ই নভেম্বর চাঁদের মাটিতে পৌঁছায় ৫২৩ কেজির ইমপ্যাক্ট প্রোব। তার সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয় ইতিহাস। আমেরিকা,রাশিয়া, জাপানের পর চতুর্থ দেশ হিসাবে ভারতের তৈরি যন্ত্র স্পর্শ করে চাঁদের মাটি! আমাদের প্রিয় উপগ্রহের শ্যাকলটন ক্রেটারে অবস্থান করা ইমপ্যাক্ট প্রোবটির সাথে ইসরোর যোগাযোগ ছিল ২০০৯ সালের ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত। সেই দিনের পর

আচমকাই বিচ্ছিন্ন হয় সেই বেতার বন্ধন। যদিও চাঁদের আকাশে আরও হাজার দিন পাক খেয়েছিল চন্দ্রযান-১। সেই অভিযানেই ভারত বাকি বিশ্বকে জানায় - চাঁদে বরফ আছে। যা জীবন ধারণের ভরসা যোগায়। তৈরি হয় চন্দ্রবাসের পরিকল্পনাও।

সেই পরিকল্পনার পরবর্তী ধাপে চন্দ্রায়ন-২ এর উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রথমে ঠিক ছিল ২০১৯ সালের ১৫-ই জুলাই তা উৎক্ষেপণ করা হবে। কিন্তু ইঞ্জিনের সামান্য সমস্যা দেখা দেওয়ায় দিনটি পিছিয়ে হয় ২২শে জুলাই। স্থির ছিল চন্দ্রযানটিকে নামানো হবে চাঁদের দক্ষিণ মেরু থেকে ৬০০ কিমি দূরে ম্যানজিনাস আর সিম্পেলাস নামের আগ্নেয়গিরি দুটির মাঝের উপত্যকায়। এবং সেটি ছিল একাধারে দুঃসাহসিক ও আত্মবিশ্বাসী সিদ্ধান্ত। কারণ তার আগে যতগুলি চন্দ্র অভিযান হয়েছে তার সব ক্ষেত্রেই চন্দ্রযান নেমেছে চাঁদের বিষুবরেখা বরাবর,আলোকপৃষ্ঠে। চন্দ্রযান-২ এর অবতরণের নির্দিষ্ট স্থানটি ছিল চাঁদের অন্ধকার ও ভয়ঙ্কর শীতলপৃষ্ঠে। চাঁদের মাটিতে ভারতের দ্বিতীয় অভিযানের অন্তিম দৃশ্য দেখার অপেক্ষায় ৭ সেপ্টেম্বর রাত জেগেছিল গোটা দেশ। কিন্তু প্রযুক্তিগত ত্রুটির জন্য চন্দ্রযান চাঁদের মাটিতে নিরাপদ অবতরণ বা 'সফট্ ল্যান্ডিং' করতে ব্যর্থ হয়। আশাহত হন সমস্ত দেশবাসী। ইসরোর তৎকালীন অধিকর্তা সেই ভীতিপ্রদ ব্যর্থতাকে ' Fifteen minutes of terror ' বলে উল্লেখ করেন। তবে রোভার, ল্যান্ডার ধ্বংস হলেও চন্দ্রযান-২ নামের রকেটটি এখনও চাঁদকে তার মাটি থেকে ১০০ কিমি উচ্চতায় পাক খেয়ে চলেছে অ-বিরাম।

এদিকে ভারতের মাটিতে ইসরোর বিজ্ঞানীদের অবিরাম চেষ্টার ফসল চন্দ্রযান-৩ বর্তমানে চন্দ্রমুখী। যা আগস্ট মাসের ২৩ তারিখে পৌঁছে যাবে চাঁদের কক্ষপথে। এই অভিযান আসলে চন্দ্রযান-২ এর পুনরাবৃত্তি। হেরে গিয়েও না হারার মানসিকতা নিয়ে আবারও উঠে দাঁড়ানোর সংকল্পের বাস্তবায়ন। চন্দ্রযান-৩ তিনটি অংশের সমন্বয়ে তৈরি। অরবিটার, ল্যান্ডার আর রোভার। অরবিটার অংশটি চাঁদের চারপাশে বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরতে থাকবে। বাকি দুটি অংশ স্বয়ংক্রিয় প্যারাসুটের সাহায্যে ধীরে ধীরে নামবে চাঁদের মাটিতে। তারপর ভারতীয় মহাকাশ বিজ্ঞানের জনক ডক্টর বিক্রম সারাভাই এর নামাঙ্কিত 'বিক্রম' ল্যান্ডারটির পেট থেকে বেরিয়ে আসবে 'প্রজ্ঞান' নামের রোভার। ২৬ কিলোগ্রাম ভরের যন্ত্র রোবটটি এর পরের ১৪ দিন ধরে ঘুরে বেড়াবে চাঁদের মাটিতে। এবং পালন করবে ইসরোর বিজ্ঞানীদের নির্দেশ। আর, এই উল্লেখযোগ্য ঘটনাক্রমের মাধ্যমেই ভারত সৌরজগতেও অধিকার করে নেবে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা।

জামালপুরে জয়ের পর আবির খেলায় মত্ত তৃণমূল কর্মীরা।

রায়না ১ নং ব্লকের পলাশন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আবির খেলায় মেতেছে সিপিএম কর্মী-সমর্থকরা।

ধনেখালিতে উচ্ছ্বাস ঘাসফুল শিবিরে

জামালপুরের দোগাছিয়া বিজেপি কর্মীদের উচ্ছ্বাস।

পঞ্চায়েত ভোটে গণনায় ব্যাপক কারচুপির অভিযোগে এবং রাজ্যজুড়ে বেলাগাম সন্ত্রাসের প্রতিবাদে কলকাতার রাজপথে বাম-কংগ্রেস-আইএসএফ।

ভোট গণনা কেন্দ্রের বাইরে থেকে ব্যালট পেপার উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য পূর্বস্থলীতে!

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পূর্বস্থলীতে ভোট গণনা কেন্দ্রের প্রাচীরের বাইরে ঝোপের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে সিপিএম প্রার্থীর প্রতীকে ছাপ মারা

ব্যালট পেপার, অভিযোগ। ইতিমধ্যেই সোস্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী ২ নং ব্লকের পাটুলি কিষাণ মান্ডির প্রাচীরের বাইরে ঝোপ থেকে উদ্ধার হওয়া সিপিএমের প্রতীকে ছাপ দেওয়া ব্যালট পেপারের ছবি।ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের অমরপুর নীলবীণা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে মহাসমারোহে পালিত হল অবিভক্ত বাংলার প্রথম কৃষি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা রায়বাহাদুর মন্মথনাথ পালের জন্মদিন।

(প্রথম পাতার পর)

কার্যত ধরাশায়ী বিরোধীরা

রেখেছেন মানুষ। ব্লকের ১৩ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৫৫ টি আসনের মধ্যে মাত্র ৩৫ টি আসন নিজেদের ঝুলিতে আনতে পেরেছে বাম শিবির।আর ভোট ঘোষণার পর থেকে ব্লক এলাকায় প্রচার কর্মসূচিতে কংগ্রেস এবং বিজেপিকে সেভাবে দেখা যায় নি।ব্লকের দু'একটি পঞ্চায়েতে মাত্র ৮ টি আসনে জয়লাভ করেছে বিজেপি। কংগ্রেস তো খাতাই খুলতে পারে নি।আর এই ফলাফল থেকে এটা স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাচ্ছে, জামালপুর ব্লকে বিজেপিকে পিছনে ফেলে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে সিপিএম।

তৃণমূলের এই অভাবনীয় জয়ের জন্য জামালপুরের আপামর জনসাধারণকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মেহেমুদ খাঁন।তিনি বলেন, ' এই জয় জামালপুরবাসীর জয়,মা মাটি মানুষের জয়।আগামী ৫ বছরের জন্য মানুষ আমাদের কাঁধে দায়িত্ব তুলে দিয়েছে। নতমস্তকে আমরা সেই দায়িত্ব পালন করব।'এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বার্তাও দেন তিনি। কেউ ঝুট ঝামেলা করলে দল দায় নেবে না বলেও জানিয়েছেন ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁন। ব্লকের ১৩ টি পঞ্চায়েতই নিজেদের দখলে রেখেছে তৃণমূল।পাড়াতল ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩ টি আসনের মধ্যে ১১ টিতেই জয়লাভ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। পিরিজপুর এবং গোহালদহ - এই দুটি আসনে জয়লাভ করেছে সিপিএম। চকদীঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৭ টি আসনের মধ্যে ১৯ টি আসনে জয়ী তৃণমূল,৮ টি আসনে জয়ী সিপিএম। জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৪ টি আসনের মধ্যে তৃণমূল জয়ী ১৯ টি আসনে, সিপিএম জয়ী ২ টি আসনে এবং ৩ টি আসনে জয়লাভ করেছে বিজেপি।জাড়গ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৫ টি আসনের মধ্যে ২২ টিতেই জয়ী তৃণমূল,৩টি আসনে জয়ী সিপিএম। আবুজহাটি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৬ টি আসনের মধ্যে তৃণমূল জয়লাভ করেছে ১২ টি আসনে, সিপিএমের দখলে ৩টি টি আসন এবং বিজেপির দখলে ১ টি আসন। জামালপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৭ টি আসনেই জয়ী তৃণমূল।পাড়াতল ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৬ টি আসনের মধ্যে ১৩ টি আসনে জয়ী তৃণমূল,২টি আসনে জয়ী সিপিএম এবং ১ আসনে জয়ী বিজেপি।পাঁচড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ২০ টি আসনের মধ্যে তৃণমূল জয়ী ১৮ টি আসনে, সিপিএম জয়ী ২ টি আসনে।জোৎশ্রীরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের ২২ টি আসনের মধ্যে ১৯ টি আসনে জয়ী তৃণমূল,১টি আসনে জয়ী সিপিএম এবং ২ আসনে জয়ী বিজেপি।জামালপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫ টি আসনের মধ্যে তৃণমূল জয়ী ১৩ টি আসনে, বিজেপি ১ টি এবং সিপিএম ১ টি আসনে জয়লাভ করেছে।আবুজহাটি ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪ টি আসনের মধ্যে তৃণমূল জয়ী ১১ টি আসনে এবং সিপিএম জয়ী ৩ টি আসনে। আঝাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৬ টি আসনের মধ্যে ১৮ টিতেই জয়ী তৃণমূল,৭ টি আসনে জয়ী সিপিএম এবং ১ টি আসনে জয়ী আরএসপি। বেরুগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের ২০ টি আসনেই জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস। পঞ্চায়েত ভোটের মনোনয়ন পর্ব থেকে ভোট গ্রহণ,সারা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় অশান্তির ঘটনা ঘটলেও জামালপুর তার ব্যতিক্রম।ভোট গ্রহণের দিন দু'একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া জামালপুর ব্লকের সর্বত্র শান্তিপূর্ণ ভাবেই হয়েছে ভোট গ্রহণ।ভোট গণনার দিনও একই ছবি ধরা পড়ল। দিনভর শান্তিপূর্ণ ভাবেই চললো ভোট গণনা।সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাউন্টিং এজেন্টরা উপস্থিত ছিলেন কাউন্টিং টেবিলে। ১১ জুলাই সকাল ৮ টায় শুরু হয় ভোট গণনা, গণনা চলে ১২ জুলাই ভোর পর্যন্ত। গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ মিলিয়ে ৮৬ টি টেবিলে মোট ন'রাউন্ড গণনা হয়। নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল খুব আঁটোসাঁটো। ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয় ভেদ করে পরিপয় পত্র ছাড়া ভিতরে প্রবেশ করার উপায় ছিল না। ভিতরে ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান এবং সশস্ত্র রাজ্য পুলিশ।আর কাউন্টিং হলের বাইরে ২০০ মিটারের

(এরপর চারের পাতায়)

এশিয়ান গেমসে ভারতীয় মহিলা ভলিবল দলে ডাক তারকেশ্বরের মেয়ে অনন্যা দাসের

বিদ্যুৎ ভৌমিক ঃ চিনে এশিয়ান গেমসে ভারতীয় মহিলা ভলিবল দলে ডাক পেলেন তারকেশ্বরের মেয়ে অনন্যা দাস।জানা যায় যে,মহিলা ভলিবল দলে ২৯ জন খেলোয়াড়কে ডাকা হয়েছে।বাংলা থেকে ৩ জন খেলোয়াড় সুযোগ পেয়েছেন।ত্রিবেনীর অনুশ্রী ঘোষ,অনন্যা রাই ও তারকেশ্বরের অনন্যা দাস।ডাক পাওয়া এই তিন জন খেলোয়াড়ই রেলওয়েতে চাকরি করেন ।

জাতীয় শিবিরে ডাক পেয়ে তারকেশ্বরের অনন্যা স্বভাবতই খুশি।চলভাষে চেন্নাই থেকে তিনি জানান, ইন্দোনেশিয়ায় তার পারফরম্যান্স ক্রীড়ামোদীদের মন ভরিয়ে দিয়েছে।এছাড়া চলতি বছরে সেন্ট্রাল এশিয়ান ভলিবল অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় নেপালের কাঠমান্ডুতে আয়োজিত ওমেন্স চ্যালেঞ্জ কাপে তার অভাবনীয় সাফল্য নজিরবিহীন।সে কারণে তার প্রত্যাশা ছিল এশিয়ান গেমসের ভারতীয় দলের প্রস্তুতি শিবিরে তিনি ডাক পাবেন।যে ক্লাব থেকে অনন্যার উত্থান সেই তারকেশ্বর বটতলা ভলিবল ক্লাবের কর্মকর্তা ও খেলোয়াড়রা অনন্যার সাফল্যে পঞ্চমুখ ।অনন্যার বাবা রবীন্দ্রনাথ দাসের আক্ষেপ, মেয়ের ভারতীয় দলে এত সাফল্যের পরও স্থানীয় মহলে তার কোন প্রভাব পড়েনি ।

বাবা মহাপ্রভু মেডিকেল ষ্টোর্স
(কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট)
প্রোঃ সৌরেন্দ্রনাথ নস্কর
মোবাইল - ৯৭৩৫৮২৬১৭৪/৮৭৬৮০৪৮৬২১
খানপুর(ব্যোমনগর) হুগলি
বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ আমাদের এখানে কলকাতা থেকে রক্ত,মল, মূত্র,কফ,এম আর আই,ইকো কার্ডিওগ্রাফি,হল্টার মনিটর, আল্টাসোনো গ্রাফি ইত্যাদি পরীক্ষা করানো হয়।
● দিবারাত্রি অক্সিজেন সিলিন্ডার ভাড়া দেওয়া হয়।
● ইসিজি- বাড়িতে গিয়ে নমুনা সংগ্রহের ব্যবস্থা আছে।
হার্ট, লাঙ্গ, নার্ভ, সুগার, থাইরয়েড, পেটের রোগের বিশেষজ্ঞ
ডাঃ কৃষ্ণেন্দু মন্ডল
MBBS, MD (WBUHS)
বর্তমানে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটের সহিত যুক্ত।
সময় - প্রতি রবিবার বিকেল ৪টে।
স্ত্রী ও প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞ
ডাঃ মৌমিতা মুখার্জি
MBBS,MD
বর্তমানে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সহিত যুক্ত।
সময় - প্রতি বুধবার সকাল ৯ টা থেকে ১১ টা।
জেনারেল ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ
ডাঃ দিলীপ রায়
MBBS
সময় - শনিবার ও মঙ্গলবার
বিকেল ৫ টা থেকে ৭ টা
অস্থি,শিরা ও নার্ভরোগের বিশেষজ্ঞ এবং সার্জেন
ডাঃ সঞ্জয় কুমার মাহাতো
MBBS,MS, ORTHO (GOLD MEDALIST)
বর্তমানে এসএসকেএম হাসপাতালের সহিত যুক্ত।
সময় - প্রতি বৃহস্পতিবার দুপুর ২টা ৩০ মিনিট থেকে।
নবজাতক ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ
ডা ঃ স্বরূপ সাঁধু
MBBS,DCH,MD
বর্তমানে চুঁচুড়া হাসপাতালের সহিত যুক্ত
সময় - প্রতি শনিবার ও বুধবার সকাল ১১ টা থেকে ১ টা।

ধরাশায়ী বিরোধীরা

(চার পাতার পর)

মধ্যে জারি ছিল ১৪৪ ধারা। রাস্তায় পুলিশের টহলদারি ছিল চোখে পড়ার মতো। কোনও রাজনৈতিক দলের কর্মী সমর্থকদেরকে পরিচয় পত্র ছাড়া কাউন্টিং হলের ত্রিসীমানায় আসতে দেয় নি পুলিশ।ফলে এলাকা ছিল শান্ত। কাউন্টিং শেষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীরা যে যার মতো বাড়ি ফিরে গেছে,কোথাও কোনও অশান্তি ঘটেনি।আর এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব অবশ্যই পুলিশ প্রশাসনের। জামালপুর থানার ওসি রাকেশ সিং এর নেতৃত্বে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ ভাবে জামালপুরে ভোট গণনা হওয়ার জন্য শাসক থেকে বিরোধী, প্রশংসা করছেন সবাই।আর এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতেই হয় জামালপুরের বিডিও শুভঙ্কর মজুমদারের কথা। উনিও যেভাবে পুলিশ প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে নিজ দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন তাও প্রশংসার দাবি রাখে।

বিরোধীশূন্য পঞ্চায়েত

(প্রথম পাতার পর)

বিরোধীরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষীর ভান্ডার মন কেড়েছে মহিলাদের।আর এই বিপুল জয়ের জন্য ধনেখালির আপামর জনসাধারণকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ধনেখালি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সৌমেন ঘোষ ও ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র। ব্লক সভাপতি সৌমেন ঘোষ জানিয়েছেন, ক্ষ্মএই জয় মা মাটি মানুষের জয়। ধনেখালিবাসীর জয়। আগামী ৫ বছরের জন্য ধনেখালির মানুষ যে দায়িত্ব আমাদের কাঁধে তুলে দিয়েছেন তা আমরা নতমস্তকে পালন করবো।ক্ষ্মতৃণমূল কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন,ক্ষ্মযে সমস্ত মানুষ আমাদের বাইরে আছে তাদের কাছেও আমাদের বার বার যেতে হবে, আপন করে কাছে টেনে নিতে হবে। সকলের কাছে পৌঁছে দিতে হবে দিদির উন্নয়নের বার্তা।ক্ষ্মউন্নয়নের ক্ষেত্রে কোনও বাছবিচার করা হবে না বলেও জানিয়েছেন ধনেখালি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সৌমেন ঘোষ।

এক নজরে

(প্রথম পাতার পর)

দখলে।

- বীরভূমের জেলা পরিষদের ৫২ টি আসনের মধ্যে ৫১ টিতেই জয়ী তৃণমূল, ১ টি আসনে জয়ী কংগ্রেস।
- পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের ৬৬ টি আসনের মধ্যে ৬৬ টিতেই জয়ী তৃণমূল।
- পঞ্চায়েত নির্বাচন সংক্রান্ত মামলায় চাঞ্চল্যকর নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের।জয়ী সমস্ত প্রার্থীদের ভাগ্য নির্ভর করছে মামলার ভবিষ্যতের উপর,জানিয়ে দিল আদালত।
- হুগলি জেলা পরিষদের ৩৩ নং আসনে ৩৫২৯৫ ভোটে জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী প্রিয়া সাঁতরা।
- হুগলি জেলা পরিষদের ৩২ নং আসনে ৩৬১০০ ভোটে জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিজন বেসরা।
- হুগলি জেলা পরিষদের ৩১ নং আসনে ৩৫০৭০ ভোটে জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নীলমণি কিস্কু।
- জামালপুর ব্লকে পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের ৩ টি আসনেই জয়ী তৃণমূল।
- ধনেখালি পঞ্চায়েত সমিতির ২ নং আসনে বিপুল ভোটে জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নয়ন হাঁসদা।
- জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির ২১ নং আসনে জয়ী তৃণমূল প্রার্থী রেখা লোহার।
- জামালপুরে জয়জয়কার তৃণমূলের। জামালপুর ব্লকের ১৩ পঞ্চায়েতের মধ্যে ১৩ টিই তৃণমূলের দখলে।
- পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না ১ নং ব্লকের পলাশন গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৮ টি আসনের মধ্যে ১০ টি আসনে জয়ী সিপিএম।
- খানাকুল ২ নং পঞ্চায়েত সমিতি বিজেপির দখলে। পঞ্চায়েত সমিতির ৩৩ টি আসনের মধ্যে বিজেপি ১৮ টি এবং তৃণমূল ১৫ টি আসনে জয়লাভ করেছে।
- সিঙ্গুরের ১৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ১৬ টিতেই জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস ।
- হেরে গিয়ে সিপিএম প্রার্থীর ব্যালট পেপার খেয়ে নিলেন তৃণমূল প্রার্থী!৪ ভোটে জিতেছিলেন সিপিএম প্রার্থী। উত্তর ২৪ পরগণার ভুরকুন্ডা পঞ্চায়েতের ঘটনা।ঐ কেন্দ্রে পুনরায় ভোট গ্রহণের সিদ্ধান্ত কমিশনের।
- জামালপুরে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে অনুষ্ঠিত হল ভোট গণনা। এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশের ভূমিকা ছিল চোখে পড়ার মতো।বলাই বাহুল্য জামালপুরে পঞ্চায়েত ভোটে মনোনয়ন থেকে গণনা পর্যন্ত পুলিশই চ্যাম্পিয়ন।
- বীরভূমের নলহাটির বরা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করল বাম-কংগ্রেস জোট।
- ধনেখালি ব্লকের গুড়বাড়ি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খানপুর ১১ নং বুথে ব্যাপক ভোটে জয়ী তৃণমূল প্রার্থী ফিরদৌসী সুলতানা।
- পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ায় বিজেপির এজেন্টদের গণনা কেন্দ্রে ঢুকতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে।
- মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ায় তৃণমূলের এজেন্টকে গণনা কেন্দ্রে ঢুকতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ সিপিএমের বিরুদ্ধে।
- জঙ্গিপাড়ায় সিপিএম কর্মীদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ, অভিযোগ।
- এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিলেন জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মেহেমুদ খাঁন।কেউ ঝুট ঝামেলা করলে দল দায় নেবে না।
- ধনেখালিতে সিপিএম এবং বিজেপির এজেন্টদের গণনা কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের।
- দু'একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া জামালপুর এবং ধনেখালি ব্লকে নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হল পঞ্চায়েত নির্বাচন।
- 'আমাকে উপ-মুখ্যমন্ত্রী করতে চেয়েছিল।সব ছুঁড়ে ফেলে চলে এসেছি', বিস্ফোরক দাবি শুভেন্দু অধিকারীর।
- 'আমরা টাকা আটকায়নি, চুরি আটকেছি', তৃণমূলকে নিশানা করে আক্রমণ শুভেন্দু অধিকারীর।
- 'বিজেপি ভাইরাস হলে তৃণমূল ভ্যাকসিন', অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
- 'বিরোধী শূন্য পঞ্চায়েত হলে উন্নয়ন রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে,আর গরু চোর অনুব্রত এলাকার নেতা হয়',গলসির নির্বাচনী জনসভায় বিস্ফোরক মীনাক্ষী মুখার্জি।
- 'বিজেপির গুন্ডাদের নিরাপত্তা দিচ্ছে হাইকোর্ট। শুভেন্দুকে বাঁচাচ্ছেন বিচারপতি মান্থা', হাইকোর্টকে নিশানা করে নজিরবিহীন আক্রমণ করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
- পৃথিবীর কক্ষপথে সফল ভাবে উৎক্ষেপণ হল চন্দ্রযান - ৩ এর
- সন্ত্রস্ত ভাঙড়ে সিপিএম সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য সহ সেভ ডেমোক্রেসির প্রতিনিধি দল।
- গুড়াপের খড়ুয়াতে শুক্রবার উদ্বোধন হল স্টেট ব্যাংকের নতুন গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের। গ্রামের প্রান্তিক মানুষের কাছে ব্যাংককিং পরিষেবা পৌঁছে দিতে খানপুরের তরুণ উদ্যোমী যুবক পুষ্পেন চন্দ্র মাল স্টেট ব্যাংকের (গুড়াপ শাখা) সিএসপি নিয়ে বেলগাছিয়া স্কুলের সন্নিকটে খড়ুয়াতে শুরু করলেন স্টেট ব্যাংকের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র।

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick , Published from- Vill- Mathurapur, P.O.- Shiptai, P.S. Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308, State-West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27 No. Laskardighi West (Near Rongtuli Goli), Burdwan, Pin- 713101
Editor- ISRAIL MALLICK, Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com